তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০

**খেলাধুলা ছেলে মেয়েদেরকে বিপথে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল), ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, খেলাধুলা ছেলে মেয়েদেরকে বিপথে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। খেলাধুলা হচ্ছে নির্মল আনন্দ ও সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম। এর মাধ্যমে সুস্থ চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে।

 মন্ত্রী আজ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে মুশুদ্দি আফাজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে 'হাডুডু' প্রতিযোগিতার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, এদেশের অনেক ছেলে মেয়ে বিপথে পরিচালিত হয়, মাদকগ্রহণ, জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়াসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়। খেলাধুলাসহ সুস্থ বিনোদনে ছেলে মেয়েরা সম্পৃক্ত ও জড়িত থাকলে নির্মল আনন্দ পাওয়ায় সাথে সাথে তাদের মন প্রফুল্ল থাকবে, তারা ভাল কাজে মন দিতে পারবে এবং ছেলে মেয়েরা বিপথে যাবে না।

 প্রতিযোগিতা আয়োজক কমিটির সভাপতি সোহরাব আলী মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক শাহাদত হোসেন সরকারসহ অসংখ্য ক্রীড়ামোদী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/সাহেলা/খালিদ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন-মুন্সিগঞ্জের সাফাত হাওলাদার, গাইবান্ধার আসিফ রেজা, চট্টগ্রামের মোঃ করিম, ঢাকার সাইফ আহমেদ ও সিলেটের সুকান্ত শর্মা।

 গতকালের কুইজে ৯৭ হাজার ২৬৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

 স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/সাহেলা/খালিদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮

**বান্দরবানে জনসেবায় ‘হ্যালো ছাত্রলীগ এ্যাম্বুলেন্স’ উদ্বোধন করলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 জনসেবায় বান্দরবান জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে চালু হয়েছে ‘হ্যালো ছাত্রলীগ এ্যাম্বুলেন্স’। হ্যালো ছাত্রলীগের নির্ধারিত একটি মোবাইল নম্বরে একটি ফোন কলেই সেবা দিতে ঘরের দুয়ারে পৌঁছে যাবে সঙ্কটাপন্ন রোগী পরিবহনের এ্যাম্বুলেন্স।

 আজ বান্দরবান অরুণ সারকি টাউন হলে জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে ‘হ্যালো ছাত্রলীগ এ্যাম্বুলেন্স’ এর উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং ।

 মন্ত্রী এসময় বলেন, বান্দরবান জেলা ছাত্রলীগ জনসেবায় একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে গরিব ও অসহায় রোগীরা সেবা পেয়ে উপকৃত হবেন। তিনি এ ধরনের উদ্যোগ প্রতিটি উপজেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জনান।

 উদ্বোধনের পর এ্যাম্বুলেন্সটি বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়। সেখানে নির্দিষ্ট একটি নম্বরে যে কেউ ফোন করে যোগাযোগ করলে নামমাত্র ফিতে যে কোনো রোগী এ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

 বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এটিএম কাওছার হোসেন, পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য কাজল কান্তি দাশ প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছির/সাহেলা/খালিদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭

**নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক তৈরিতে মন্দিরভিত্তিক**

**শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

জামালপুর, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক তৈরিতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে (জুম প্লাটফর্মে) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছে। প্রতি বছর কোটি কোটি শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিনেই বই তুলে দেয়া হচ্ছে। সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

 মোঃ ফরিদুল হক খান জানান, বছরের প্রথম দিনে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এর আওতায় দেশের ৬৪ জেলার ৬৪ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হলো। এ প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ৪৬৫০টি কেন্দ্রের ১ লাখ ৯২ হাজার ২৫০ শিক্ষার্থীর মাঝে বই বিতরণ করা হবে।

 মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক রঞ্জিত কুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় আরো বক্তব্য রাখেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত পাল। অন্যান্যের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নুরুল ইসলাম পিএইচডি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যান, ট্রাস্টিবৃন্দ, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/সাহেলা/খালিদ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৬

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ হাজার ১০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৯৯০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ১৪ হাজার ৫০০ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৫৭৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৬৫৬ জন।

#

দলিল/সাহেলা/আব্বাস/২০২১/১৭১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৫

**বিজিবি’র অভিযানে ডিসেম্বর মাসে ৮৮ কোটি ২৪ লক্ষাধিক টাকার চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ডিসেম্বর-২০২০ এ দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে সর্বমোট ৮৮ কোটি ২৪ লাখ ৫৩ হাজার টাকা মূল্যের চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে।

 জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ১০ লাখ ২৬ হাজার ৬১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৭০ হাজার ১৩ বোতল ফেনসিডিল, ২১ হাজার ৭৪৭ বোতল বিদেশি মদ, ১ হাজার ৪০৮ ক্যান বিয়ার, ১ হাজার ৪২৩ কেজি গাঁজা, ৬ কেজি ২ গ্রাম হেরোইন, ১১ হাজার ৯৮টি উত্তেজক ইনজেকশন, ১৮ হাজার ৪৮৫টি এ্যানেগ্রা ও সেনেগ্রা ট্যাবলেট এবং ১২ লাখ ৯ হাজার ২৬৫টি অন্যান্য ট্যাবলেট। অন্যান্য চোরাচালান দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ১২ কেজি ৯৭৭ গ্রাম স্বর্ণ, ১৪ কেজি ৩৪৪ গ্রাম রুপা, ১ হাজার ৩৩টি ইমিটেশনের গহনা, ৫৪ হাজার ৩০৪টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ৫ হাজার ৯৫৪টি শাড়ি, ৬৬৩টি থ্রিপিস ও শার্টপিস, ৩ হাজার ৪৬৮টি তৈরি পোশাক, ৩৪৩ মিটার থান কাপড়, ৫ হাজার ১৯৮ ঘনফুট কাঠ, ৩ হাজার ৭৯২ কেজি চা পাতা, ২ হাজার ৬১০ কেজি কয়লা, ১টি ট্রাক, ১২টি প্রাইভেটকার, ৮টি পিকআপ, ২১টি সিএনজি ও ইঞ্জিন চালিত অটোরিকশা এবং ৮৮টি মোটর সাইকেল। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ১টি পিস্তল, ১৪টি বন্দুক এবং ৯৫৯ রাউন্ড গুলি।

 এছাড়াও অভিযানে ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকপাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকায় ২৮২ জন চোরাচালানিকে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ১৭৩ জন বাংলাদেশি ও ৮ জন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

#

শরিফুল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৫৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৪

**শিক্ষাকে আনন্দময় করে তুলতে হবে**

 **- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজ মেহেরপুরে প্রাথমিকপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ-২০২১ এর উদ্বোধন করেন।

 উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, অনেক সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের আচরণ প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে নিরুৎসাহিত হয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ারোধে পড়াশোনার পদ্ধতি আনন্দময় করতে হবে।

 বিদ্যালয়ের পরিবেশে যাতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায়, সেজন্য বিদ্যালয়ের ভবন, আঙিনাসমূহ আকর্ষণীয় করার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, শিশুরা পড়ালেখায় পিছিয়ে থাকলে বা অমনোযোগী হলে তাদের ভর্ৎসনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। শিক্ষকদের আচরণ দেখে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু শেখে। তাই শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিটি শিক্ষককে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

 শিক্ষাখাতকে আরো উন্নত করতে বর্তমান সরকার এ খাতে গুরুত্ব প্রদান করেছে, উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শিক্ষাকে মানসম্মত করতে এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় উৎসাহী করতে সরকার প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দিচ্ছে। করোনা-পরিস্থিতিতেও যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হচ্ছে। কেউ যাতে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পৃথকভাবে পাঠ্যবই ছাপানো হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী মাধ্যমিকপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝেও বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

 মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তাজুল ইসলাম বিশেষ ছিলেন।

#

শিবলী/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৩

**বাসায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে আজ দেশব্যাপী স্বাস্থ্যবিধি মেনে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার করোনা পরিস্থিতিতে বাসায় মনোযোগসহকারে পড়াশোনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

 তিনি রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বালকশাখায় নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনাস্বত্বেও ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে বছরের প্রথমদিনই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, করোনা হতে বাঁচতে বিনাপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাঘুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

 #

মাসুম/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৫৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০২

**জাতীয় সমাজসেবা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ জানুয়ারি ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২১’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য, ‘ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে, সেবা ও সুযোগ প্রান্তজনে’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের শুরুতেই অসহায়, অনগ্রসর মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেন। পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৪ সালে তিনি পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেন এবং শিশুসুরক্ষা ও উন্নয়নে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। তিনি শিশুদের জন্য ‘কেয়ার অ্যাণ্ড প্রটেকশন সেন্টার’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে সরকারি শিশু পরিবার নামে পরিচিত। জাতির পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময়ই দেশের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছে। সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য ভাতার প্রচলন করেছি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধিক্ষেত্র, বরাদ্দ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি।

আমরা শিশু (সংশোধন) আইন ২০১৮, মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮, প্রণয়ন করেছি। ভবঘুরে ও নিরাশ্রম ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা ২০১৫, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৫, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫ এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১৯ প্রণয়ন করেছি। হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ‘হিজড়ালিঙ্গ’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা ২০১৯, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯ এবং শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করেছি।

সরাসরি অর্থপ্রেরণের লক্ষ্যে আমরা ৪৯ লাখ বয়স্ক, ২০.৫ লাখ বিধবা, স্বামীনিগৃহীতা ও দুঃস্থ মহিলা এবং ১৮ লাখ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় ১ লাখ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর নামে ব্যাংক হিসেব খুলে দিয়েছি। আমরা ভাতাভোগীদের তথ্য ডাটাবেইজ সফটওয়ারে সন্নিবেশ করেছি এবং ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ১১.৬৫ লাখ ভাতাভোগীকে অর্থ প্রেরণ করেছি। আমরা ক্ষুদ্রঋণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি, এতিম শিশুদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছি এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও ব্যক্তিদের সমাজে পুনঃএকত্রিত করেছি। শিশুদের জন্য ২৪ ঘণ্টা চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ টোল-ফ্রি সেবা চালু করেছি। আমরা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন ধরনের অনুদান প্রদান করছি। দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ অনুদান এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়, নদীভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত পরিবার, বস্তিবাসী, চা-বাগান শ্রমিকসহ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি। জলবায়ুপরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কোটার অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করছি। সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। দেশের ৩৬ লাখ প্রতিবন্ধীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা-থেরাপি এবং প্রায় ২৪ হাজার লোককে সহায়ক উপকরণ দিয়েছি। অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে কাউন্সেলিং প্রদান করছি। ২০১৯ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেছি এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছি।

চলমান করোনা মহামারিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গরীব, দুস্হ ও প্রতিবন্ধীদের দুর্যোগকালীন সহায়তা হিসেবে নগদ অর্থ ও খাদ্যপ্রদান অব্যাহত রাখায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিবাদন জানাই।

আমি আশা করি আগামী দিনগুলোতে দেশের দুঃস্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব আরো প্রশংসিত হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ দেশগঠনের প্রত্যয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই। আমি ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস- ২০২১’ এর সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০১

**জাতীয় সমাজসেবা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২ জানুয়ারি ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২১’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের জাতীয় সমাজসেবা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে, সেবা ও সুযোগ প্রান্তজনে’ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। তিনি দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ঋণকার্যক্রম প্রচলন করে তিনি দেশে এবং সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার প্রতিবন্ধী, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে সামাজিক সুরক্ষাভুক্ত বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি অব্যাহতভাবে সম্প্রসারণ করছে। এ সকল কর্মসূচি দেশের দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদাপূরণ, সামাজিক সুরক্ষা এবং জনগণের বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে নিরলস সেবা প্রদান করে যাচ্ছে এবং তাদের মানবসম্পদে পরিণত করে দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তাপ্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে প্রকৃত দরিদ্ররা যাতে সরকারের এসব কর্মসূচির সুফল ভোগ করতে পারে, সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবো-এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১১৩০ ঘণ্টা